# বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ।

**বিষয় ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রমোটারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।**

বিগত ০৭.০১.২০২১ইং তারিখ ১১.০০ ঘটিকায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আলী হোসেন প্রধানিয়া মহোদয়ের সভাপতিত্বে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভা কক্ষে আমানত সংগ্রহ, ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায়, নতুন চলতি/সঞ্চয়ী হিসাব খোলা, ঋণগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি ও মুনাফা অর্জনসহ অঞ্চল/শাখাসমূহের সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং এর জন্য নিয়োজিত প্রমোটারদের নিয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান কার্যালয়ের সকল মহাব্যবস্থাপক ও সকল প্রমোটারগণ উপস্থিত ছিলেন।

০২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের স্বাগত বক্তব্যঃ-

সভার প্রারম্ভে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানান। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বলেন, ইতোমধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ছয় মাসের অধিক সময় অতিক্রান্ত হলেও কোন ক্ষেত্রেই আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। ৩১.১২.২০২০ ইং তারিখ পর্যন্ত ঋণ বিতরণের পরিমান ৬২৮২.৫৭ কোটি টাকা যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৪২%, ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৪০০০.২৪ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৪৪% এবং আমানত সংগ্রহের পরিমাণ ২২১৯.৪৭ কোটি যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৩০%। অর্থ্যাৎ কোন খাতেই আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এছাড়াও, তিনি উল্লেখ করেন ডিসেম্বর/২০২০ অর্ধবার্ষিক হিসাব সমাপনান্তে শ্রেণীকৃত ঋণ, অবলোপনকৃত ঋণ, পুনঃতফসিলকৃত ঋণ এবং ৫২-স্থগিত সুদ আদায়ের অবস্থা অত্যন্ত হতাশাজনক। ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে ঋণ বিতরণ বাড়াতে হবে, ঋণ বিতরণ বাড়লে ঋণ আদায় বাড়বে। শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনে সুদ মওকুফ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। পাশাপাশি আমানত হিসাবের সংখ্যাও বাড়াতে হবে তাহলে আমানতের পরিমানও বৃদ্ধি পাবে। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, বিআরপিডি-০৫/২০১৯ এর আওতায় যে বিশেষ পুনঃতফসিল এবং এক্সিট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, সে সকল সুবিধা যেন কোন ভাবেই বাতিল হয়ে না যায় এ বিষয়ে সঠিকভাবে তদারকি করতে হবে। কোভিড-১৯ এর কারনে যে সকল ঋণের পরিশোধ/কিস্তি জমা দেয়ার সময় অতিক্রান্ত হয়েছে সে সকল ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য তাগিদ প্রদান করেন। চলতি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ে সকল ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে তিনি সকল Senior Executive ও প্রমোটারগণকে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আগামী বার্ষিক হিসাব সমাপনী জুন/২০২১ পর্যন্ত প্রয়োজনে মাঠে উপস্থিত থেকে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা দিয়ে তাঁর স্বাগত বক্তব্য শেষ করেন।

০৩। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর বক্তব্যঃ-

জনাব শিরীন আখতার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। বক্তব্যের শুরুতে কোন বিভাগই ব্যবসায়িক আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট প্রমোটারগণকে পারফরমেন্স বৃদ্ধির নির্দেশনা প্রদান করে বলেন, মাঠে যাওয়ার পূর্বে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন আবশ্যক। এজন্য তিনি তাদেরকে মাঠে যাওয়ার পূর্বে যার যার আওতাধীন মাঠ কার্যালয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অগ্রিম কর্মপরিকল্পনা প্রদান করে তা তদারকির পরামর্শ প্রদান করেন। মাঠ থেকে ভ্রমণ শেষে অর্জিত ফলাফল ও মাঠের প্রকৃত সমস্যা ও সম্ভাবনা সবার সাথে শেয়ার করে মাঠ পর্যায়ে দিক-নির্দেশনা প্রদানের কথা উল্লেখ করেন। আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে একসঙ্গে কাজ করে ব্যাংকের সার্বিক পারফরমেন্স উন্নয়নের আহ্বান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

চলমান পাতা-০২



Scanned with CamScanner

০৪। মহাব্যবস্থাপক, প্রশাসন মহাবিভাগ মহোদয়ের বক্তব্যঃ-

জনাব মোঃ আজিজুল বারী, মহাব্যবস্থাপক, প্রশাসন মহাবিভাগ মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, বছরের ০৬ মাস সময় অতিক্রান্ত হলেও আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সন্তোষজনক নয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মাঠ পর্যায়ের কাজকর্ম সঠিকভাবে তদারকি করা হচ্ছেনা। তাই এ বিষয়ে প্রধান কার্যালয় হতে নিয়োগকৃত সকল প্রমোটারদেরকে তিনি মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। কাজের ক্ষেত্রে কোন অবহেলা কাম্য নয়। প্রয়োজনে কঠোর হতে তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। বেশী ঋণস্থিতি ও বেশি শ্রেণীকৃত ঋণ সম্পন্ন শাখা চিহ্নিত করে তার উপর জোর দিলে ঋণ আদায়, বিতরণসহ সকল ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজ হবে। এছাড়াও বিআরপিডি-০৫/২০১৯ এর আওতায় যে বিশেষ পুনঃতফসিল এবং এক্সিট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, সে সকল সুবিধা যেন কোন ভাবেই বাতিল হয়ে না যায় এ বিষয়ে সঠিকভাবে তদারকি করতে হবে উল্লেখ করে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

০৫। মহাব্যবস্থাপক, হিসাব ও আন্তর্জাতিক মহাবিভাগ মহোদয়ের বক্তব্যঃ-

জনাব পারভিন আকতার, মহাব্যবস্থাপক, হিসাব ও আন্তর্জাতিক মহাবিভাগ মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি উল্লেখ করেন, শাখায় গিয়ে সব বিষয় তদারকি করলে ভ্রমনের গুরুত্ব কমে যাবে বরং মূল উদ্দেশ্য ঋন বিতরণ ও আদায়ের উপর বেশী জোড় দিতে হবে। সকল প্রমোটারকে পূর্ব পরিকল্পনা প্রনয়ণ করে তা তদারকীর মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মাঠে ভ্রমন করার পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও, তিনি মাঠ পর্যায় হতে শীর্ষ খেলাপী ঋণ গ্রহীতা এবং বিআরপিডি-০৫/২০১৯ এর আওতায় যে বিশেষ পুনঃতফসিল এবং এক্সিট সুবিধা গ্রহনকারীদের তালিকা সংগ্রহ করে তাদের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

০৬। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

- প্রধান কার্যালয়ের প্রমোটারগণ প্রতিনিয়ত তদারকির মাধ্যমে মনিটরিং কার্যক্রম জোড়দার করবেন এবং প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে নির্দিষ্ট বিরতিতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভ্রমণ করবেন। মনিটরিং কাজের সুবিধার্থে সকল ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের শাখা ও অঞ্চলভিত্তিক সঠিক, পূর্ণাঙ্গ এবং হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। বিআরপিডি-০৫/২০১৯ এর আওতায় যে বিশেষ পুনঃতফসিল এবং এক্সিট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, সে সকল সুবিধা যেন কোন ভাবেই বাতিল হয়ে না যায় এ বিষয়ে সঠিকভাবে তদারকি করতে হবে। কোভিড-১৯ এর কারনে যে সকল ঋণের পরিশোধ/কিস্তি জমা দেয়ার সময় অতিক্রান্ত হয়েছে সে সকল ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।
- প্রমোটারগণ অঞ্চলধীন শাখাসমূহের ব্যবস্থাপক ও মাঠকর্মীদের মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করে মাঝেমধ্যেই প্রয়োজনে অবস্থার অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। অবস্থার উন্নতিকল্পে যথাযথ দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।
- সঠিকভাবে তদারকির জন্য সকল প্রমোটারকে শাখা পর্যায় হতে শীর্ষ ঋণখেলাপীদের তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। প্রয়োজনে ঋণ খেলাপীদের সাথে যোগাযোগ করে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
- কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় সরকার ঘোষিত ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজ সমূহ বাস্তবায়নে মাঠকার্যালয়কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং তদারকি করবেন।
- ঋণ আদায়ের স্বার্থে প্রমোটারগণকে অঞ্চলপ্রধান এবং অঞ্চলধীন শাখাসমূহের ব্যবস্থাপক ও মাঠকর্মীদের সাথে সরেজমিনে এবং টেলিফোনিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিআরপিডি-০৫/২০১৯ সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ব্যাংক এবং মন্ত্রণালয়ের সার্কুলারসহ, ঋণ আদায় সংক্রান্ত সার্কুলার সমুহ সম্পর্কে বোঝাতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।
- শ্রেণীযোগ্য ঋণ জুন ২০২১ এর মধ্যে ১০০% আদায় নিশ্চিত করতে হবে।
- শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই অর্জন করতে হবে।
- পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ যাতে পুনরায় শ্রেণীকৃত ঋণে পরিনত না হয় সে লক্ষ্যে পুনঃতফসিলকৃত সিডিউল অনুযায়ী সকল আদায়যোগ্য ঋণ/ঋণের কিস্তিসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

চলমান পাতা-০৩



Scanned with CamScanner

- অবলোপনকৃত ঋণ এবং ৫২ স্থগিত সুদ আদায়ে প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।
- আটকে পড়া ঋণ (Stuck Up Loan) আদায়কল্পে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে ঋণ আদায় কার্যক্রম জোড়দার করতে হবে এবং তা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।
- কোন অঞ্চল এবং শাখার পারফরমেন্স খারাপ হলে তাকে অবশ্যই জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে, এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে হবে।
- লোকসানবাহী শাখার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে শাখাকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে এবং কোন লাভজনক শাখা যেন লোকসানে পরিনত না হয় সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ঋণ আদায় ত্বরান্বিতকরনের লক্ষ্যে সার্টিফিকেট মামলা, অর্থঋণ মামলাসমুহ নিষ্পত্তির জন্য নিবিড় মনিটরিং করতে হবে। প্রয়োজনে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রার সমূহ যাচাইপূর্বক অনুস্বাক্ষর করবেন এবং দ্বি-পাক্ষিক সভা আয়োজন করে ঋণসমূহ আদায়ের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।
- অভ্যন্তরীন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক নিরীক্ষার আপত্তিসমুহ নিষ্পত্তির জন্য প্রমোটরগণকে কার্যকরভাবে মনিটরিং করতে হবে।
- খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের তদারকি করার পাশাপাশি ভালো ঋণগ্রহীতাদের তদারকির আওতায় রাখতে হবে যেন ভবিষ্যতে খেলাপীতে পরিণত না হয়।
- এলপিও এবং চট্টগ্রাম বিভাগের বৃহৎ ঋণকেসসমুহ সংশ্লিষ্ট প্রমোটারদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তদারকি করতে হবে।

০৯। সভার সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। মেধার বিকাশ ঘটিয়ে চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতার পরিবর্তন এনে সকলকে নিজ নিজ দায়িত্বের প্রতি মনোযোগী হতে পরামর্শ প্রদান করেন। পরিশেষে, তিনি প্রমোটারগণকে তাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকলের সাথে সমন্বিতভাবে কার্যক্রমের দ্বারা ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জন করে ব্যাংককে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭/০১/২১

(মোঃ আজিজুল বারী)
মহাব্যবস্থাপক(প্রশাসন)

নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(১০২)এমসি-০৩/২০২০-২০২১/১০৬৯ তারিখঃ ২৭-০১-২০২১ইং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৪। সচিব/সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক এবং সহকারী মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৫। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১০। নথি/মহানথি।

২৭/০১/২০২১

(জামিল হোসেন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)



Scanned with CamScanner